দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 APR 1989
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃত্তি

বর্তমানে "ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের" নিম্নলিখিত ফ্যাকালটিগুলির প্রতিটি বিভাগেই জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, নাগরিকত্ব, নারী-পুরুষ, বয়স নির্বিশেষে যে কোন ছাত্রছাত্রীকে "গবেষণা বৃত্তি" (Research Scholarship) দেওয়া হচ্ছে।

(ক) মেডিক্যাল ফ্যাকালটি:
১) এনেসথেসিয়া, ২) বায়োকেমিষ্ট্রি, ৩) ডায়াগনেষ্টিক রেডিওলজি, ৪) মেডিসিন ৫) মাইক্রোবায়োলজি, ৬) প্রসূতি ও ধাত্রীবিদ্যা ৭) অর্থপেডিক সার্জারী, ৮) শিশুরোগ ৯) প্যাথলজি, ১০) ফারমাকোলজি, ১১) ফার্মেসী, ১২) সাইকোলজিক্যাল মেডিসিন, (১৩) কমুউনিটি, অকুপেশনাল ও ফ্যামিলি মেডিসিন, ১৪) সার্জারী, (১৫) নাক-কান-গলা, (১৬) প্লাষ্টিক সার্জারী, ১৭) ফরেনসিক মেডিসিন, ১৮) গেষট্রো এনটারোলজি (১৯) চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ ২০) কার্ডিও ভাসকুলার সার্জারী, ২১) নিউরো-সার্জারী, ২২) চক্ষুরোগ, ২৩) নিউক্লিয়ার মেডিসিন।

(খ) ডেনটিস্ট্রি ফ্যাকালটি
(১) এনাটমি, (২) বায়োকেমিষ্ট্রি, (৩) মেডিসিন, (৪) মাইক্রোবায়োলজি, (৫) অপারেটিভ ডেনটিসট্রি, (৬) ওরাল সার্জারী, (৭) প্যাথলজি, (৮) ফারমাকোলজি, (৯) ফারমেসি (১০) ফিজিওলজি, (১১) প্রসথেটিক ডেনটিসট্রি, (১২) সার্জারী, (১৩) ওরাল মেক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারী, (১৪) পেরিও ডেনটোলজি, (১৫) কনজারভেটিভ ডেনটিসট্রি।

(গ) আইন ফ্যাকালটি
(১) কমার্সিয়াল আইন, (২) সাধারণ আইন. (৩), ল্যান্ড আইন, (৪) পারিবারিক আইন, (৫) মুসলিম আইন, (৬) ক্রিমিনাল আইন।

(ঘ) একাউনটেনসি ও বিজিনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ফ্যাকালটি,
(১) একাউনটেনসি, (২) ম্যানেজমেন্ট, (৩) অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, (৪) ফাইনান্স ও ব্যাংকিং, (৫) মার্কেটিং, (৬) অরগানাইজেশনাল বিহেভিয়র, (৭) ডেসিশন সায়েনসেস, (৮) বিজিনেস পলিসি, (৯) বিজিনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, (১০) বীমা।

(ঙ) সায়েন্স ফ্যাকালটি
১) এনাটমি, ২) বায়োকেমিষ্ট্রি, ৩) বোটানী, ৪) কেমিষ্ট্রি, (৫) অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, (৬) ইনফরমেশন সিসটেম ও কম্পুটার সায়েন্স, (৭) অংক, (৮) মাইক্রোবায়োলজি, (৯) ফারমাকোলজি, (১০) ফারমেসী, (১১) ফিজিকস, (১২) জীববিদ্যা, (১৩) এ্যাপলাইড ফিজিকস ও ইলেকট্রনিকস, (১৪) এ্যাপলাইড কেমিষ্ট্রি, (১৫) ফিজিওলজি, (১৬) সয়েল সায়েনস, (১৭) এনটোমলজি, (১৮) প্ল্যানট প্যাথলজি, (১৯) জেনেটিকস ও প্ল্যানট ব্রিডিং (২০) ক্রপ বোটানী।

(চ) আর্টস ও সোশিয়াল সায়েন্স ফ্যাকালটি:
(১) অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান (২) ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, (৩) ভূগোল, (৪) অংক, (৫) দর্শন (৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৭) সোশিওলজি (৮) সোশিয়াল ওয়ার্ক, (৯) ইতিহাস, (১০) ইসলামিক ষ্টাডিজ, (১১) সাইকোলজি।

(ছ) আরকিটেকচার ও বিলডিং ফ্যাকালটি

মাষ্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রী করবার জন্য। বৃত্তিগুলো প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য। তবে বৃত্তিধারী যথাযথ কৃতিত্ব দেখাতে পারলে, আরো দু'বছরের জন্য বাড়ান হতে পারে।

প্রার্থীকে অবশ্যই পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের "কমপক্ষে ব্যাচেলর ডিগ্রীধারী" হতে হবে।

বৃত্তিধারীদের মাসিক পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশী টাকার সমান বৃত্তি দেওয়া হবে, যা থেকে সমস্ত খরচাদি করেও মাসিক বহু টাকা বাঁচান যায়।

নির্বাচিত প্রার্থীদের কোনক্রমেই বিয়ে করে আসা উচিত নয়। কারণ, সাংসারিক ঝামেলায় গবেষণা কার্যে যথাযথ কৃতিত্ব দেখাতে না পারলে যে কোন সময় পত্রপাঠ ফেরত পাঠাতে পারে।

প্রতি বছরই, প্রতি তিন মাস পর পর স্থানীয় পত্র পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত এই বৃত্তির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। আগ্রহী প্রার্থিগন, বৃত্তি না পাওয়া পর্যন্ত, এই বৃত্তিগুলোর জন্য প্রতিবারই (প্রতি তিন মাস পর পর) দরখাস্ত করতে পারেন।

কেবলমাত্র "মেধা ও যোগ্যতানুসারে" এই বৃত্তিগুলো দেয়া হয়। তবে "গবেষণার বিষয়বস্তু" গ্রহণযোগ্য হলে, "অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী প্রার্থীরাও" সুযোগ পেতে পারে।

আগ্রহী প্রার্থীর "গবেষণার বিষয়বস্তু" অবশ্যই "আমাদের দেশীয় কোন সমস্যার উপর না হয়ে" বরং, প্রার্থীর বিষয়ের বহুল প্রচারিত কোন "কারেন্ট টপিক" (Current topic) উপরই হতে হবে।

প্রার্থীর "গবেষণার বিষয়বস্তু" নির্ধারণ করার পূর্বে, প্রার্থীকে অবশ্যই উন্নত দেশগুলো হতে (যেমন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড,) উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত তার নিজের কোন বিভাগীয় অধ্যাপকের সাথে 'সলাপরামর্শ' করা একান্তই কর্তব্য।

এছাড়াও 'গবেষণার বিষয়বস্তু' সিঙ্গাপুরের জীবনযাত্রার উপর, অথবা এশিয়ান চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর উপর (যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সাবাহ, সারাওয়াক, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, থাইল্যাণ্ড), অথবা হংকং অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, তাইওয়ান দক্ষিণ কোরিয়া অথবা ইন্দোচায়নার উপর হলে, বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে।

ঐ কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখবার সময় (এবং প্রাপ্ত আবেদনপত্র পূরণ করে পাঠাবার সময়) অত্যন্ত সাবলীল সুন্দরভাবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লিখতেই হবে। কোন প্রকার ছেড়া পাতা অথবা অপরিষ্কার কাগজে লিখা উচিত নয়। আর্ট অব এ্যাপলিকেশনের উপর বৃত্তি পাওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তা প্রার্থী যতই মেধাবী হোক না কেন।

এবং ওগুলোতে কোনপ্রকার ভুল ইংরাজী চলবে না। এমনকি রেফারীদের "রিকমেনডেশন লেটারে" ভুল ইংরাজী থাকলে প্রার্থীর আবেদনপত্র অগ্রাহ্য [illegible]বে।

"অবশ্যই সম্পূর্ণ ইংরাজীতে [illegible]কৃত" মার্কশীট, টেষ্টি[illegible] এবং সার্টিফিকেটসমূহের